কালের কণ্ঠ

11 FEB 2014

এসএসসি পরীক্ষাকেন্দ্রে তাণ্ডব

অজ্ঞাত ২০ পরীক্ষার্থী আসামি, তদন্ত শুরু

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি ▶

কক্সবাজারের চকরিয়ায় এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন চকরিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থীদের তাণ্ডবের ঘটনায় মামলা করেছেন কেন্দ্রসচিব। এতে ১৫-২০ জন পরীক্ষার্থীকে অজ্ঞাতপরিচয় আসামি দেখানো হয়েছে।

ঘটনার দিন রবিবার রাতে পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইনে করা মামলাটির (নম্বর-১৪) তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে থানার এসআই মো. ছিদ্দিকুর রহমানকে।

মামলার বাদী কেন্দ্রসচিব ও সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নুরুল ইসলাম চৌধুরী এজাহারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে গালাগাল, কক্ষ পরিদর্শককে মারধর, বিদ্যালয়ে ভাঙচুর ও উত্তরপত্র ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ এনেছেন। ঘটনার পর কোরক বিদ্যাপীঠের শিক্ষক আহমদ হোসেন কেন্দ্রে এসে পরীক্ষার্থীদের শান্ত না করে আরো উস্কে দিয়ে উত্তেজিত করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মো. ছিদ্দিকুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মূলত এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পেছনে কারা ইন্ধন জুগিয়েছে তাদেরই চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।' চকরিয়া থানার ওসি রণজিৎ কুমার বড়ুয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিভিন্ন সোর্স মারফত এবং ওই কেন্দ্রে নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ সদস্যরা ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনার দিন কেন্দ্রের বাইরে কোরক বিদ্যাপীঠের যে কয়জন শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির নেতা ও উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থী ঘটনার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।'

চকরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসাইন জানান, পুরো ঘটনার বিষয়টি জেলা প্রশাসক শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে অবহিত করেছেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা না পাওয়ায় গতকাল সোমবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

কোরক বিদ্যাপীঠের সংবাদ সম্মেলন : প্রকৃত দোষীদের শাস্তি চেয়ে গতকাল সোমবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করেছে কোরক বিদ্যাপীঠের পরিচালনা কমিটি। চকরিয়া প্রেসক্লাবে আয়োজিত ওই সংবাদ সম্মেলনে কমিটির সভাপতি আবু মোহাম্মদ বশিরুল আলম বলেছেন, হামলা ও খাতা ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তবে যাদের কারণে এ ঘটনার উৎপত্তি তাদের চিহ্নিত করা না হলে নিরীহ শিক্ষার্থীরাই হয়রানির শিকার হবে। তিনি আরো বলেন, পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা ও অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন কেন্দ্রসচিব, হল সুপার, সহকারী সুপারসহ কক্ষ পরিদর্শকরা। আগামী পরীক্ষার আগেই তাঁদের কেন্দ্রের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে করা অভিযোগ অস্বীকার করে চকরিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রের কেন্দ্রসচিব মো. নুরুল ইসলাম চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা কোনো শিক্ষকেরই গাফিলতি ছিল না। তাঁরা কেউ অযোগ্যতারও পরিচয় দেননি।'